দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR 18 2002
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

এসএসসি পরীক্ষা ॥ তবুও নকল পুরো বন্ধ হচ্ছে না কেন?

নিয়ামত হোসেন

এবারের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সারা দেশে দশ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। দশ বছর স্কুলে পড়াশোনার পর শিক্ষার পরবর্তী ধাপে উত্তরণের জন্য এ পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ক্ষেত্রেও। এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক, অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ পরীক্ষার্থী সকলেই নির্বিঘ্নে এবং চমৎকার অনুকূল পরিবেশে এই পরীক্ষা যাতে দিতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত থাকুক– এই প্রত্যাশা সকলের।

দেশে বড় ধরনের কোন পরীক্ষা এলে যাতে সুন্দর পরিবেশে তা অনুষ্ঠিত হয় সর্বত্র, যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা কোথাও না ঘটে সে প্রত্যাশা সবার থাকলেও বার বার দেখা গেছে কোথাও না কোথাও কিংবা অনেক স্থানেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন কেন্দ্রে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা অতীব দুঃখজনক। এ ধরনের পরীক্ষা এলে নকলের আশঙ্কাই দেখা দেয় বেশি করে। পরীক্ষার আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং নকল রোধের জন্য কমবেশি ব্যবস্থা নেয়। এবারও নিয়েছে। এবার বেশ কিছু ব্যবস্থা সরকারীভাবে নেয়া হয়েছে– যাতে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন কেউ পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবে না, এই নিয়ম করা হয়েছে। নকল ঠেকানোর জন্যও অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নকলের দায়ে কোন পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে তাকে তখনই বহিষ্কার করা হবে। নকলে সহায়তা করার সময় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ধরা পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কেন্দ্রে নকলের দাবিতে ভাংচুর কিংবা অস্বাভাবিক অন্য কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক সেই কেন্দ্রও বাতিল করা হবে। নকলের ব্যাপারে ফটোকপিরও একটা বড় ধরনের সহায়ক ভূমিকা থাকে। এবার সে ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, পরীক্ষা চলাকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার ফটোস্ট্যাট দোকানের ওপরও নজর রাখা হবে। বিভিন্ন ভিজিলেন্স টিম বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে যাবে ইত্যাদি।

এবারের পরীক্ষা কেমন চলছে? প্রথম দিনের পরীক্ষার যে খবর জনকণ্ঠে ঐ পরীক্ষার পরদিন অর্থাৎ ১৫ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটি ছবিও ছাপা হয়েছে। জনকণ্ঠের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এবারের এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার প্রথম দিনে দেশের বিভাগীয় ও জেলা সদরে নকল কম হলেও মফস্বলে ছিল নকলের ছড়াছড়ি। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রশাসন এবার নকল ও সহিংসতা ঠেকাতে বেশ তৎপর ছিল। দেশের সর্বত্র কমবেশি নকল চললেও দু' একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এ বছরের প্রথম পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। জানা গেছে, নকলের অভিযোগে এসএসসি পরীক্ষায় সাতটি শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রথম দিনে বহিষ্কৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি। মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে ১৩৩ পরীক্ষার্থী। নকল সরবরাহ ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছেন ৪৫ শিক্ষক। এ ছাড়া নকল সাপ্লাই দিতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে অন্তত ১৫ জন বহিরাগত। মোটামুটি এটাই প্রথম দিনের চিত্র। আর প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায় কোথাও কোথাও নকলের ছড়াছড়ি।

এই রিপোর্ট থেকে একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে, প্রথম দিনের পরীক্ষায় বিভাগীয় ও জেলা সদরে নকল হয়েছে কম, তবে নকলের ছড়াছড়ি ছিল মফস্বলে। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ব্যবস্থা সত্ত্বেও নকল হয়েছে। এ কথা ঠিক নকল করার পিছনে বিভিন্ন বাস্তব কারণ রয়েছে। সেসব কারণ দূর হওয়া সাপেক্ষেই এই প্রবণতাটি বন্ধ হতে পারে। সুতরাং যত কঠোর ব্যবস্থাই নেয়া হোক, নকল কিছু না কিছু হবেই। কিন্তু তারপরও এ কথা বলতে হয়, নকলরোধে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কেন নকল হয়, তার কারণগুলো উদ্‌ঘাটন করে সেগুলো দূর করার জন্যও প্রয়োজন আরও জোরালো উদ্যোগ।

আমাদের দেশে এসএসসি, এইচএসসি ইত্যাদি পরীক্ষায় যেভাবে নকল হয়, তাকে পত্রপত্রিকার ভাষায় বলা হয়, 'ব্যাপক নকল', 'নকলের মহোৎসব', 'গণনকল', 'গণটোকাটুকি' ইত্যাদি। বহুদিন ধরে এই অবস্থা চলে আসছে। আর, সেজন্য এই নকলের মহোৎসব ঠেকাতে নেয়া হয় বিভিন্ন ব্যবস্থা। নকল নিয়ে যেসব কাণ্ডকারখানা আমাদের দেশে হয়েছে, অন্য কোন দেশে তার নজির আছে কি না সন্দেহ। দুনিয়ার বহুদেশের মানুষ এসব চিন্তাও করতে পারে না। এদেশে পরীক্ষার হলে বহিরাগতরা ঢুকে নকল সাপ্লাই করে। নকল ধরলে ভাংচুর করা হয়। নকল ধরলে শিক্ষককে অপমান ও নাজেহাল করা হয়, হুমকি দেয়া হয় তাঁকে। নকল করতে দিতে হবে– মিছিল করে এই দাবিও জানানো হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে! আরও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারও আছে। এ দেশে এমন শিক্ষকও কেউ কেউ আছেন যাঁরা নকল করার ব্যাপারে ছাত্রদের সাহায্য করেন। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা ছাত্রদের নকলে উৎসাহ দেন। সাহায্যও করেন। শিক্ষাকে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপার বলে মনে করলে কেউ এটা করতে পারেন না। শিক্ষা জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হলেও অনেকের কাছেই তা হয়ে উঠেছে পড়াশোনা না করে অবৈধ পন্থায় অর্থাৎ নকলের মাধ্যমে একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করা, যার প্রধান তথা একমাত্র লক্ষ্য একটি চাকরি। সেজন্য কোনমতে একটি চাকরি পেলেই তো হয়ে গেল, শিক্ষার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। এটাই হচ্ছে বেশ কিছু মানুষের মানসিকতা। এই মানসিকতাও পরীক্ষায় নকলের পিছনে অন্যতম কারণ।

এবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনটি কেমন গেল সেটা দেখা যাক। দ্বিতীয় দিনে নকলও হয়েছে অনেক কেন্দ্রে, বহিষ্কারও হয়েছে বহু ছাত্রছাত্রী। সাতটি শিক্ষা বোর্ডে নকলের অভিযোগে মোট বহিষ্কার হয়েছে ছয় হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী। দু'টি কেন্দ্রে ভিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে, সারা দেশে গ্রেফতার ৪৪। বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার করা হয়েছে। একটি বিশেষ ব্যাপার এই দু'দিনে লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হচ্ছে– নকল সরবরাহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে শিক্ষক বহিষ্কারের সংখ্যা ৫৩। অর্থাৎ নকল সরবরাহ করার অভিযোগে সারা দেশে দু'দিনে শতাধিক শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন। প্রবণতাটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

নকল অতীতে ছিল না তা নয়। তা ছিল দু'একটি ছিটেফোঁটা ঘটনার মতো। আগে নকল করতে যে কোন ছাত্র লজ্জিত হতো। সকল অভিভাবকই এটাকে চরম গর্হিত অপরাধ বলে মনে করতেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার কাছে নকল সরবরাহের ব্যাপারটি ছিল অচিন্তনীয়। এক কথায় নৈতিকতা ছিল সবার মধ্যে সমুন্নত। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অনেকের মধ্য থেকেই নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। সে জন্যই অনেক শিক্ষক-অভিভাবক নকল সরবরাহে এগিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, শিক্ষায় দুরবস্থা। শিক্ষার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাও। প্রতিটি স্কুলে যদি ঠিক মতো পড়াশোনা হয় সারা বছর, তাহলে এসব প্রবণতা নিঃসন্দেহে কমত। নকল হতো না। আর নকল শুধু এসএসসিতেই সীমাবদ্ধ নেই। উচ্চতর স্তরগুলোতেও।

নকল করে যারা পাস করতে চায়, তাদের মনোবল, জ্ঞানবল, চরিত্রবল কতটুকু হতে পারে? এরা সমাজে যে কাজে লাগুক সে কাজ কখনও সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। আমাদের শিক্ষা পরিস্থিতি কিরূপ, তাতে দুর্নীতি কিভাবে ঢুকেছে, নৈতিকতার মান কোথায় গিয়ে ঠেকেছে– এসবের একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে এই ব্যাপক নকলবাজির মধ্যে। নকলবাজি অবশ্যই ঠেকাতে হবে। তবে তার পেছনের কারণগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নকলের কালচার যেমন ঢুকেছে, তেমনি এর সহায়ক হিসাবে কোথাও কোথাও ঢুকেছে পেশীশক্তির কালচার, মস্তানতন্ত্রের কালচার। এই কালচারগুলো শক্ত হাতে দূর করতে না পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও কলুষিত হয়ে পড়বে।

এসএসসি পরীক্ষায় নকল রোধের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে যে কিছু ফল ফলেনি, তা বলা যাবে না। নকল তবু থেমে নেই। নকল নানাস্থানেই হচ্ছে, তবে বিশেষ করে মফস্বলে। নকলে সহায়তা করার জন্য গত দু'দিনের পরীক্ষায় শতাধিক শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে, ধরা পড়েননি এমন কোন শিক্ষক কি এর বাইরে নেই? অসদুপায় অবলম্বন করা অন্যায়, আর তাতে সাহায্য করাও কম অন্যায় নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের নকলবাজিতে সহায়তা করছেন যেসব শিক্ষক, তাঁরা শুধু নকলে সাহায্য করেই অন্যায় করেননি, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছাত্রের চরিত্রেরও সর্বনাশ করেছেন, দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রেও মহা অপরাধ করেছেন। কঠোর হস্তে এই প্রবণতা রোধ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এঁরা দূষিত করছেন, সেটা রোধ করতে হবে।

এসএসসি পরীক্ষার এখনও অনেক বিষয় বাকি। বাকি সব পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে, নকলমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, মস্তানমুক্ত সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হোক– এ প্রত্যাশা সবার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই এটা নিশ্চিত করতে হবে।